প্রচার ডায়েরি ২৭-৪-২০১৪

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

তাদের প্রাপ্ত আসনসংখ্যা যে দুই অঙ্কেও পৌঁছবেনা এই কঠোর বাস্তব মেনে নিতে পারছেনা কংগ্রেস। তাদের অবশ্যই বাস্তবটা বোঝা উচিত ও সেই অনুযায়ী ভবিষ্যত পরিকল্পনা করা উচিৎ। সর্বোপরি রাজনীতির ক্যালেন্ডারে শেষদিন বলে কিছু নেই।

কিন্তু চিতা যেমন কখনই তার ছোপ ঢাকতে পারেনা, তেমনই কংগ্রেস পার্টি বিশ্বাস করে শাসন করার জন্যই তাদের জন্ম। অন্য কোনও দল বা মানুষকে তারা ক্ষমতায় দেখতে পারেনা। বিশেষত নরেন্দ্র মোদীর ব্যপারে তাদের আপত্তি রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অনবরত মিথ্যে অভিযোগ আনায় এখন তারা নিজেরাই এতটা অপরাধ বোধে ভুগছেন যে কংগ্রেসীদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা ফিয়ার সাইকোসিস কাজ করছে। তাই মোদীর প্রসঙ্গ এলেই গান্ধীরা গলা তুলে তীক্ষ্ণ ভাষায় অযৌক্তিক আক্রমণ চালাচ্ছে।

সলমন খুরসিদ হয়তো এখনই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই তিনি বলছেন থার্ড ফ্রন্টকে সমর্থনের কথা বিবেচনা করবে কংগ্রেস। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পরিসংখ্যান যা দেখাচ্ছে তাতে এই বোঝাপড়া কাজে আসবেনা।কারণ ভোটাররাও এইধরনের বোঝাপড়া যে হতে পারে সে সমপর্কে ওয়াকিবহাল। এটা তারাও চাইবেননা।যারা থার্ড ফ্রন্ট নামক ধারণা নিয়ে খেলা করছেন তারা এমন একটা ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন যা অতীতে মুখ থুবরে পড়েছে। স্বার্থসিদ্ধির উদ্যেশ্যে গড়া এই ধরণের জোট কখনই সুশাসন দিতে পারবেনা। ভোটারদের উপর আমার এটুকু বিশ্বাস আছে যে তারা যে শুধু কংগ্রেসকেই পরাজিত করবে তাই নয়, একই সঙ্গে অস্থায়িত্বের বেসাতিদেরও পরাস্ত করবে।

ইস্যু বিহীন ক্যাপ্টেন

ক্যপ্টেন অমরিন্দর সিং এর যুদ্ধে লড়াই এর ক্ষমতা সমপর্কে কিছু খবর হয়েছে। কিন্তু কয়েক দিন আগে তিনি নিজেই তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। জাতীয় কোনও ইস্যু নিয়ে তিনি আলোচনায় সক্ষম নন। তিনি এমন কিছু কথা বারবার বলছেন যার সঙ্গে কোন পরিস্থিতিতে সামপ্রতিক লোকসভা ভোট হচ্ছে তার কোনও সমপর্ক নেই। তাই তাংর প্রচারও খুব ম্যাড়ম্যড়ে।

ক্যাপ্টেন অভিযোগ করেচেন য়ে আমার হয়ে প্রচারে অংশ নিচ্চেন বহু সেলিব্রিটি। ঠিকই বলেছেন তিনি। কারম আমার প্রচুর পারিবারিক সদস্য, রাজনৈতিক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী

রয়েছেন। আমার দলের নেতৃত্ব ও সহযোদ্ধারাও নানাভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু কেন কোনও প্রবীন কংগ্রেস নেতা তাঁর প্রচারে অংশ নেননি ? একমাত্র আনন্দ শর্মাই কি তাঁর পাশে দাঁড়ানোর জন্য একমাত্র আদর্শ ?